বাংলা সাহিত্য

[Prepared By: Mozahidul Islam Zihad , Ctg. FB: Dream-Catcher Mozahid]

-:প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০):-

চর্যাপদ: বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ।

রচনাকাল: ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (# ODBL) এর মতে এর রচনাকাল **৯৫০ খ্রি. –১২০০ খ্রি.** এর মধ্যে। তবে ড: **মুহম্মদ শহীদুল্লাহ** এর মতে এর রচনাকাল **৬৫০ খ্রি. – ১২০০ খ্রি.** এর মধ্যে।

আবিষ্কার: ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রপাল সর্বপ্রথম বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। তাতে উদ্দীপ্ত হয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের 'রয়েল লাইব্রেরি' বা রাজ গ্রন্থাগার থেকে ১৯০৭ সালে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' (অন্য নাম চর্যাপদ, চর্যাগীতিকোষ, আশ্চর্যচর্যাচয়) নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন।

প্রকাশ: মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ** হতে **১৯১৬** খ্রিস্টাব্দে **'হাজার বছরের পুরাণ** বাঙালা ভাষায় **বৌদ্ধগান** ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

কবি ও পদসংখ্যা: পদ ৫১ টি এবং কবি ২৪ জন [১ জনের পদ নেই তাই অনেকে পদের সংখ্যা ৫০ টি এবং কবি ২৩ জন বলে মত দেন]

চর্যাপদের **প্রথম পদ রচয়িতা** লুই পা (১,২৯)। আদি কবি শবরপা, শেষ কবি সরহপা/ভুসুকুপা।

সর্বাধিক পদ রচয়িতা কাহ্নপা ১৩ টি (২৪ নং পাওয়া যায় নি), ভুসুকুপা ৮টি (২৩ নং আংশিক পাওয়া যায়), সরহপা ৪টি, কুক্কুরীপা ৩টি (৪৮ নং পাওয়া যায়নি), শবরপা, শান্তিপা ও লুইপা ২ টি। অন্যরা ১টি করে।

চর্যাপদের ভাষা: এটি সান্ধ্যভাষায় রচিত। [এ ভাষা সুনির্দিষ্ট কোন রূপ পায়নি বলে পন্ডিতগণ একে সান্ধ্যভাষা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন– "আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না"।

–:মধ্যযুগ (১২০১–১৮০০):–

[এর মধ্যে ১২০১–১৩৫০ খ্রি. পর্যন্ত সময়কে অনেকে অন্ধকার যুগ বলেছেন। শূণ্যপুরাণ (রামাই পন্ডিত রচিত), সেক শুভোদয়া, নিরঞ্জনের রুষ্মা এ কয়েকটি অপ্রধান সাহিত্যই কেবল এ সময়ে রচিত হয়েছিল।]

মধ্যযুগের সাহিত্য দুই ভাগে বিভক্ত।

১. মৌলিক রচনা– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, জীবনীসাহিত্য (চৈতন্য), মর্সিয়া সাহিত্য, নাথ সাহিত্য,লোকসাহিত্য।
২. অনুবাদ সাহিত্য [সংস্কৃত হতে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্য ভাষা হতে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন:

- **মধ্যযুগের প্রথম কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'** যা **মধ্যযুগের আদি কবি বড়ু চন্ডীদাস** রচনা করেন।
- **ভাগবতের কৃষ্ণলীলা** সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে (**জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'** কাব্যের প্রভাব স্বীকার করে) **পঞ্চদশ শতাব্দিতে** তিনি এটি রচনা করেন।
- **বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ**, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে, পশ্চিমবঙ্গের **বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের, দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের** বাড়ির গোয়ালঘর থেকে এ কাব্যটি আবিষ্কার করেন।
- বসন্তরঞ্জন রায় এর সম্পাদনায় **বঙ্গীয়** সাহিত্য পরিষদ হতে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়।
- এর মোট ১৩ টি খন্ড। এগুলো হল– জন্মখন্ড, তাম্বুলখন্ড, দানখন্ড, নৌকাখন্ড, ভারখন্ড, ছত্রখন্ড, বৃন্দাবনখন্ড, কালিয়দমনখন্ড, যমুনাখন্ড, হারখন্ড, বাণখন্ড, বংশীখন্ড, রাধাবিরহখন্ড।
  [টেকনিক: *শ্রীকৃষ্ণের জন্মের তামাম দান নৌকার ভারে ছত্রভঙ্গা হলে, বৃন্দকালে তার যমুনার হার, বাণ, বংশী রাধাকে দিয়ে দেন।]*

My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) +Library

বৈষ্ণব পদাবলি:

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল 'বৈষ্ণব পদাবলি'।
- রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপে এ কাব্যে উপস্থিত।
- এর ৪জন রচয়িতা হলেন **চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস**। [*টেকনিক: চজ্ঞাবিগো*]

চন্ডীদাস: চন্ডীদাস 'বৈষ্ণব পদাবলি'র আদি কবি। তার একটি বিখ্যাত লাইন

"সবার উপরে মানুষ সত্য // তাহার উপরে নাই"

জ্ঞানদাস: ষোড়শ শতাব্দিতে বর্ধমান জেলায় জ্ঞানদাসের জন্ম। চন্ডীদাসের কাব্যাদর্শ তিনি অনুসরণ করেন। তার একটি বিখ্যাত লাইন

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর // প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর"

বিদ্যাপতি: বিদ্যপতি (**অভিনব জয়দেব/মিথিলার কোকিল** নামেও পরিচিত) **মিথিলার রাজসভার** কবি ছিলেন । **রাজা শিবসিংহ তাকে 'কবিকন্ঠহার'** উপাধিতে ভূষিত করেন। তার রচিত কয়েকটি বই– ***পুরুষ পরীক্ষা, কীর্তিলতা, গঙ্গাব্যাকাবলি, বিভাগসার***। তিনি ব্রজবুলি ভাষার স্রষ্টা ও এ ভাষাতেই পদ রচনা করেন। তার কয়েকটি লাইন:–

"সখি, হামারি দুখক নাহি ওর // এ ভরা বাদর মাহ ভাদর // শূণ্য মন্দির মোর"

গোবিন্দ দাস: তিনি বিদ্যাপতির কাব্যাদর্শ তিনি অনুসরণ করেন। তার কয়েকটি লাইন:–

"যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি// তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি"

- **ব্রজবুলি ভাষা:** অধিকাংশ বৈষ্ণব পদাবলি এ ভাষায় রচিত। মৈথিলি ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে সৃষ্ট এক প্রকার কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। এটি কখনো মুখের ভাষা ছিল না। কেবল সাহিত্য রচনায় ব্যবহৃত হয়েছিল। বিদ্যাপতি এ ভাষার স্রষ্টা। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রজবুলি ঢঙে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি' রচনা করেন।

জীবনীসাহিত্য:

- **শ্রীচৈতন্য ও তার কতিপয় শিষ্যের জীবনকাহিনী নিয়ে সৃষ্ট সাহিত্যই জীবনীসাহত্য** (কড়চা নামেও পরিচিত)।
- চৈতন্যের জীবন কাহিনীতে কবিরা অলৌকিকতা দান করলেও বাস্তব মানুষ নিয়ে এই প্রথম সাহিত্য রচিত হয়।
- শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য **বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'**। বিখ্যাত হয় **কৃষ্ণদাস কবিরাজ** রচিত **'চৈতন্যচরিতামৃত'**।

মর্সিয়া সাহিত্য:

- মর্সিয়া আরবি শব্দ যার অর্থ শোক প্রকাশ করা। **মুসলমানদের সংস্কৃতির নানা বিষাদময় কাহিনী তথা শোকাবহ ঘটনা নিয়ে রচিত সাহিত্যই হল মর্সিয়া সাহিত্য।**
- মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি **শেখ ফয়জুল্লাহ** । তার সাহিত্যকর্ম **'জয়নবের চৌতিশা'**।
- আরো কয়েকটি মর্সিয়া সাহিত্য হল– **জঙ্গনামা** (হায়াৎ মামুদ), **নবীবংশ** (সৈয়দ সুলতান), **ইমামগণের কেচ্ছা** (রাধারমণ গোপ)।

নাথ সাহিত্য:

- **মধ্যযুগে বৌদ্ধ ও শিব ধর্মের মিশ্রণে সৃষ্ট 'নাথ ধর্ম' এর কাহিনী অবলম্বনে সৃষ্ট সাহিত্যই নাথ সাহিত্য।**
- নাথ সাহিত্যের আদি কবি **শেখ ফয়জুল্লাহ** । তার সাহিত্যকর্ম **'গোরক্ষ বিজয়'**। [সম্পাদনা করেন আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ]

মঙ্গলকাব্য:

- মধ্যযুগে বিভিন্ন দেবদেবীর মহিমা ও মাহাত্ম্যকীর্তন করে এবং পৃথিবীতে তাদের পূজা প্রতিষ্ঠার কাহিনী নিয়ে রচিত কাব্যই মঙ্গল কাব্য।
- **দেবতাদের কাছে মঙ্গল কামনা করে এ কাব্য রচিত হয়েছিল বলে অথবা মঙ্গলসুরে গাওয়া হয় বলে অথবা এক মঙ্গলবার শুরু করে আরেক মঙ্গলবার পর্যন্ত গাওয়া হত বলে এ কাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলা হত।**
- **উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্য গুলো হল মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল (অন্নদামঙ্গল), ধর্মমঙ্গল।**

মনসামঙ্গল: মনসামঙ্গল সবচেয়ে প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য। এর কয়েকটি চরিত্র হল– বেহুলা, লখিন্দর, চাঁদ সওদাগর। মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন– **কানাহরি দত্ত**(আদি রচয়িতা), **বিজয়গুপ্ত**(**পদ্মাপুরাণ**, সন তারিখসহ প্রথম ও বিখ্যাত রচয়িতা) , বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজ বংশীদাস । *[টেকনিক: মনসা কানা বিবির বংশ]* [বিজয়গুপ্তের জন্ম বরিশাল জেলার গৈলা (প্রাচীন নাম ফুল্লশ্রী) গ্রামে।]

চন্ডীমঙ্গল: এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল– কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, ভাড়ুদত্ত, মুরারিশীল। এ কাব্যের কবিরা হলেন– **মানিক দত্ত (আদি কবি)**, **মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (শ্রেষ্ঠ কবি)**, দ্বিজ মাধব, দ্বিজরাম দেব। *[টেকনিক: চন্ডী মানিক রামের দ্বিদ্বি]* জমিদার রঘুনাথের নির্দেশে মুকুন্দরাম এ কাব্য রচনা করেন এবং **রঘুনাথই** তাকে **'কবিকঙ্কণ'** উপাধি দেন।

অন্নদামঙ্গাল: অন্নদামঙ্গাল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি **ভারতচন্দ্র রায় মধ্যযুগেরও শ্রেষ্ঠ কবি**। ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই তাকে **রায়গুণাকর** উপাধি দিয়েছেন। তার বিখ্যাত লাইন–
"আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।" "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।" "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"

ধর্মমঙ্গাল: হিন্দু ধর্মের নিচু স্তরের লোকদের (ডোম) দেবতা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে রচিত কাব্যই ধর্মমঙ্গাল কাব্য। ধর্মমঙ্গাল কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল– লাউসেন, কর্ণসেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র, লুইচন্দ্র, মদনা। কবিরা হলেন ময়ূর ভট্ট (আদি কবি), রুপরাম, খেলারাম, মানিকরাম, সীতারাম, রাজারাম। *[টেকনিক: ময়ূরের রুপের খেলায় মানিক সীতার রাজা হল।* পরেরগুলো রাম *]*

অনুবাদসাহিত্য:

- **রামায়ণ:** খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন **বাল্মীকি (বা দস্যু রত্নাকর)**। **রামায়ণ বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন পনের শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝা। পরবর্তীতে সতেরো শতকের কবি চন্দ্রাবতীও রামায়ণ অনুবাদ করেন। [উল্লেখ্য, চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি এবং মনসামঙ্গাল কাব্যের কবি দ্বিজ বংশীদাসের বিদুষী কণ্যা]**

- **মহাভারত:** আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত রচনা করেন ব্যাসদেব। **মহাভারত প্রথম অনুবাদ করেন ষোল শতকের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তবে মহাভারতের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক সতেরো শতকের কবি কাশীরাম দাস।**

- **ভাগবত:** ভাগবত প্রথম অনুবাদ করেন মালাধর বসু। এটি (নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণবিজয়) রচনার জন্য তিনি গুণরাজ খান উপাধি লাভ করেন।

- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান:

  ফারসি ও হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয়কাব্যগলোই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। এ কাব্যগুলোর মধ্য দিয়ে মধ্যযুগে প্রথমবারের মত ধর্মের গন্ডির বাইরে মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রণয়কাহিনীর প্রতিফলন ঘটেছে যা গতানুগতিক সাহিত্য ধারায় ব্যতিক্রমের সূচনা করেছে। রোমান্টিক কাব্যধারার প্রথম রচয়িতা শাহ মুহম্মদ সগীর। নিচে রচয়িতাদের তথ্য দেয়া হল:

পঞ্চদশ শতক:

ইউসুফ জুলেখা [শাহ মুহম্মদ সগীর,আবদুল হাকিম –ফারসি কবি আবদুর রহমান জামী রচিত **ইউসুফ** ওয়া **জুলয়খা** থেকে]

ষোড়শ শতক:

লাইলী মজনু –দৌলত উজির বাহরাম খাঁ– ফারসি কবি আবদুর রহমান জামী রচিত **লাইলা** ওয়া **মজনুন** থেকে]
মধুমালতী –মুহম্মদ কবির– হিন্দি কবি মনঝন এর **মধুমালত** থেকে]
বিদ্যাসুন্দর –সাবিরিদ খান– ববরুচি রচিত **বিদ্যাসুন্দরম** থেকে]

সপ্তদশ শতক:

সতীময়না লোরচন্দ্রানী –**দৌলত কাজী**– হিন্দি কবি সাধন রচিত **মৈনাসত** থেকে]
সয়ফুলমুলুক–বদিউজ্জামাল [আলাওল , **দোনাগাজী চৌধুরী**– আরবি **আলিফ লায়লা** ওয়া লায়লা থেকে]
হপ্তপয়কর –**আলাওল**– নিজামী রচিত **হফত পয়কর** থেকে]
পদ্মাবতী –[আলাওল– হিন্দি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সী রচিত **মদুমাবত** থেকে]
সিকান্দারনামা –**আলাওল**– নিজামী রচিত **সিকান্দারনামা** থেকে]
তোহফা –**আলাওল**– ইউসুফ গদা রচিত '**তোহফা** তুন নেসায়েহ' থেকে]
চন্দ্রাবতী –**কোরেশী মাগন ঠাকুর**]
[নোট: **দৌলত কাজী**, আলাওল ও কোরেশী মাগন ঠাকুর আরাকান/রোসাঙ্গ রাজসভার কবি ছিলেন]
লালমতি সয়ফুলমুলুক –আবদুল হাকিম]

গুলে বকাওলী –নওয়াজিস খান– শেখ ইজ্জতুল্লাহ কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত '**গুল–ই–বকাওলী**' থেকে]

কাহিনী সংক্ষেপ:

ইউসুফ–জুলেখা: কুরআন ও বাইবেলে এই কাহিনীর বর্ণনা আছে।
তৈমুস বাদশাহের কণ্যা জোলেখা আজিজ (মিশরের) সাথে বিবাহবন্ধনে আবন্ধ হলেও ক্রীতদাস ইউসুফের প্রতি সে গভীরভাবে প্রেমাসক্ত। নানাভাবে আকৃষ্ট করেও সে ইউসুফকে বশে আনতে পারে না। বহু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইউসুফ মিশরের অধিপতি হন। ঘটনাক্রমে জোলেখাও তার আকাঙ্খা পরিত্যাগ করেন না এবং পরে ইউসুফের মনেরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে তাদের মিলন হয়।

লাইলী –মজনু: লাইলী মজনুর প্রেমকাহিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত। এই কাহিনির মূল উৎস আরব্য লোকগাথা। এই কাহিনিকে ঐতিহাসিকভাবে সত্য বিবেচনা করা হয়।
আমিরপুত্র কয়েস বাল্যকালে বণিক–কণ্যা লায়লীর প্রেমে পড়ে মজনু (পাগল) হয়ে যান। লায়লীও মজনুর প্রতি গভীর ভালবাসা অনুভব করে। কিন্তু উভয়ের বিবাহে আসে প্রবল বাধা। ফলে মজনু এ বিরহ সইতে না পেরে পাগল হয়ে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। অন্যদিকে লায়লীর অন্যত্র বিয়ে হলেও মজনুর প্রতি তার ভালবাসা এতটুকু কমে নি। অবশেষে তাদের দীর্ঘ বিরহজীবনের অবসান হয় ঘটে করুণ মৃত্যুর মাধ্যমে। এই মর্মস্পশী কাহিনি নিয়েই লায়লী–মজনু কাব্য রচিত।

মধুমালতী: মধুমালতীর কাহিনির উৎস ভারতীয় উপাখ্যান। প্রাচীন শ্রেষ্ট হিন্দি কবি মনঝন সম্ভবত কোন লোকগাথা অবলম্বনে মধুমালত রচনা করেন। তা থেকেই মুহম্মদ কবির বাংলায় মধুমালতি কাব্য অনুবাদ করেন।
কঙ্গিরা রাজ্যের রাজা সূর্যভান ও রাণী কমলাসুন্দরীর পুত্র মনোহর মহারস রাজ্যের অপূর্ব সন্দরী রাজকন্যা মধুমালতীর প্রতি পরীদের ষড়যন্ত্রে প্রেমাসক্ত হন। ক্ষণিক মিলনের অবসানে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর দীর্ঘ দু:খময় সাধনার শেষে তাদের মধুর মিলন ঘটে।

সয়ফুলমুলুক–বদিউজ্জামাল: এই কাব্যের আদি উৎস আরব উপন্যাস আলেফ লায়লা। প্রথমে দোনাগাজী ও পরে আলাওল এ কাহিনি ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন।
পরীরাজকন্যা বদিউজ্জামালের ছবি দেখে মিশর এর রাজপুত্র সয়ফুলমুলুক প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে।মন্ত্রীপুত্র সায়েদের সহায়তায় অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামালের সাক্ষাত পায় এবং বিবাহবন্ধনে আবন্ধ হয়। সায়েদ পরীরাজকন্যার সখি মল্লিকাকে বিয়ে করে। রূপকথাধর্মী অলৌকিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে কবি এই প্রেমকাহিনিকে কাব্যে রূপ দেন।

গুলে–বকাওলি: এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শেখ ইজ্জতুল্লাহ নামে জনৈক বাঙালি লেখক ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে ফারসি ভাষায় গুলেবকাওলী গ্রন্থ রচনা করেন। নওয়াজিস খান একে বাংলা কাব্যে রূপ দেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রামের কবি মুহাম্মদ মকিম ও এই কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনা করেন।
শর্কিস্থানের রাজপুত্র তাজুলমুলুক পিতার অন্ধত্ব দূর করার জন্য পরীরাজকন্যা বকাওলির বাগানে ফুলের সন্ধানে যায়। অনেক কষ্ট ও বাধা অতিক্রম করে তাজুলমুলুক ফুল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। সেখানে রাজকন্যা বকাওলির নিদ্রাবস্থায় তাজুলমুলুক অঙ্গুরীয় বিনিময় করে এবং একটি প্রেমপত্র লিখে সেখানে রেখে দেশে ফিরে আসে। বকাওলি নিদ্রাশেষে তা দেখে তাজুলের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে তার সন্ধানে বের হয় এবং বহু কষ্টে তাজুলের সাক্ষাত পায়। এভাবে তাদের মিলন হয়।

লোকসাহিত্য:

লোকসহিত্য বলতে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত লোকগান, কবিগান, উপকথা, লোককাহিনি, গীতিকা ইত্যাদিকে বুঝায়। এর প্রাচীনতম বা আদি সৃষ্টি ছড়া (ডাক ও খনার বচন)।

- গীতিকা: এটি এক শ্রেণির আখ্যানমূলক লোকগান। এটি ৩ ভাগে বিভক্ত:
  - ক) **নাথগীতিকা**: **স্যার জর্জ গিয়ারসন** রংপুর জেলার মুসলমান কৃষকদের কাছ থেকে এগুলো সংগ্রহ করে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে প্রকাশ করেন।
  - খ) **মৈমনসিংহ গীতিকা**: বৃহত্তর ময়মনসিংহের ভাটি অঞ্চলের গীতিকা মৈননসিংহ গীতিকা নামে পরিচিত। এগুলো **সংগ্রহ করেন চন্দ্রকুমার দে**। ১৯২০ সালে গীতিকাগুলো সম্পাদনা করে 'মৈমনসিংহ গীতিকা নামে প্রকাশ করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন।
    এর কয়েকটি পালা হল –**মহুয়া (দ্বিজ কানাই), দেওয়ানা মদিনা (মনসুর বয়াতি), মলুয়া, কাজলরেখা, কেনারামের পালা**
  - গ) **পূর্ববঙ্গ গীতিকা**: পূর্ব ময়মনসিংহ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের গীতিকাগুলো পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে পরিচিত। গীতিকাগুলোও ড. দীনেশচন্দ্র সেন 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে সম্পাদনা করেন। [দুটোই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত।]

- **লোকগীতি: বিশেষ বিশেষ ভাব অবলম্বনে এগুলো রচিত এবং লোক মুখে মুখে এ গান চলে এসেছে। 'হারামণি'** প্রাচীন লোকগীতি সংকলন যার প্রধান সম্পাদক **মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন**।

- **কাহিনি:** কাহিনিকে রূপকথাও বলা হয়। রূপকথাগুলো **সংগ্রহ করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি) ও উপেন্দ্রকিশোর রায় (টুনটুনির বই)** ।
- **কবিগান:** কবিগান দুই পক্ষের কবিওয়ালাদের (অর্থের বিনিময়ে এরা মনোরঞ্জন করতেন) মধ্যে তর্কবিতর্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হত।
  কবিগানের আদি গুরু গোঁজলা গুই।এছাড়াও এন্থনি ফিরিঙ্গি(পর্তুগীজ), ভোলা ময়রা, রামবসু, নিতাইবৈরাগী কবিওয়ালা ছিলেন।

অবক্ষয়যুগ: ১৭৬০–১৮৬০ খ্রি সময়কে বাংলা সাহিত্যের অবক্ষয়যুগ বলা হয়। অনেকে যুগ সন্ধিক্ষণ ও বলে থাকে। এ সময়ে পুঁথিসাহিত্য, টপ্পাগান, পাঁচালির প্রচলন হয়।

- **টপ্পাগান:** কবিগানের সমসাময়িককালে রাগরাগিনীযুক্ত একধরনের গানের প্রচলন ছিল যা টপ্পা গান নামে পরিচিত।
  বাংলা টপ্পা গানের জনক রামনিধি গুপ্ত। এছাড়াও কালী মির্জা, শ্রীধর কথক টপ্পাগান রচনা করেন।
- **পুঁথি সাহিত্য:** অষ্টাদশ শতাব্দির শেষদিকে ইসলামী চেতনা সম্পৃক্ত আরবি–ফারসি শব্দ মিশ্রিত করে শায়ের ও কবিওয়ালারা পুঁথি সাহিত্যর সৃষ্টি করেন। এগুলোকে দোভাষী পুঁথিও বলা হয়। পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম কবি দৌলত কাজী। এছাড়াও আছেন **ফকির গরীবুল্লাহ** (পুঁথি সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সার্থক কবি– তিনি রচনা করেন আমীর হামজা, ইউসুফ–জুলেখা, সোনাভান, জঙ্গনামা, সত্যপীরের পুঁথি।), **সৈয়দ হামজা** (তিনি রচনা করেন–মধুমালতী, আমির হামজা, হাতেম তাই) ।

–:আধুনিক যুগ (১৮০১–বর্তমান):–

মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রীক সাহিত্য থেকে বেরিয়ে আধুনিক যুগে মানবিকতা, ব্যাক্তি সচেতনতা, সমাজবোধ, দেশপ্রেম, মৌলিকত্ব, মুক্তবুদ্ধি ইত্যাদি সাহিত্য রচনার মূল উপজীব্য হয়ে উঠে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত: (১৮১২–১৮৫৯)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের কাঁচড়া পাড়ার শিয়ালডাঙ্গায় জন্মগ্রহন করেন। তিনি **বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদ প্রভাকর** পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন যে পত্রিকায় লিখতেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রমুখ। ১৮০১ খ্রি থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হলেও ১৮৬১ সালে মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য রচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেই অর্থে আধুনিক যুগ শুরু হয় নি বরং আধুনিকতায় পৌছার চেষ্টা চলেছে মাত্র। আর এসময়েই ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত সাহিত্য চর্চা করেন। পেশায় সাংবাদিক গুপ্ত মধ্যযুগের দেবদেবীর কাহিনি নির্ভর কাব্য রচনা পরিহার করে ছোট ছোট কবিতা লেখা শুরু করেন। এ সময়ে তিনি তপসে **মাছ, বাঙালি মেয়ে, আনারস, পাঠা** ইত্যাদি কবিতা রচনা করেন। মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধি ভারতচন্দ্র এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন এদের মধ্যবর্তীকালে দুই যুগের সাহিত্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কাব্য রচনা করেন বলে তাকে বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয় ।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ: বাংলাদেশে কর্মরত ইস্ট–ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য তৎকালীন ভারতবর্ষের গভর্ণর লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আগে দুর্গ ছিল। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে এখানে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে উইলিয়াম কেরি যোগদান করেন। নিম্নে এই কলেজের বিভিন্ন পন্ডিতদের সাহিত্য কর্ম তুলে ধরলাম:

রামরাম বসু – **রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র** (১৮০১) [এই কলেজের প্রথম বাঙালি প্রকাশিত বই]। **লিপিমালা** (১৮০২)
উইলিয়াম কেরি – **কথোপকথন** (১৮০১)। **ইতিহাসমালা** (১৮১২) ।
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার:– **বত্রিশ সিংহাসন** (১৮০২)। **হিতোপদেশ** (১৮০৮)। **রাজাবলি**(১৮০৮)। **প্রবোধচন্দ্রিকা**(১৮১৩)।
গোলকনাথ শর্মা – **হিতোপদেশ** (১৮০২)।
চন্ডীচরণ মুন্‌শী – **তোতা ইতিহাস** (১৮০৫)
হরপ্রসাদ রায় – **পুরুষ পরীক্ষা** (১৮১৫)।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: (২৬ সেপ্টে, ১৮২০– ২৯জুলাই, ১৮৯১)

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়) মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।তিনি **বাংলা গদ্যের জনক**।
- গদ্যগ্রন্থ: (অনুবাদ)
  বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) –এটি তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। হিন্দি কবি লাল্লুজি রচিত বৈতালপৈচ্চিসির অনুবাদ ।
  শকুন্তলা (১৮৫৪) –কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম অবলম্বনে।

সীতার বনবাস (১৮৬০) – রামায়ণ অবলম্বনে

ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) – শেক্সপিয়রের Comedy of Erros অবলম্বনে।

- শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি রচনা করেন– **বোধোদয়** (১৮৫১), **বর্ণপরিচয়** (১৮৫৫), **কথামালা** (**১৮৫৬–ঈশপ এর গল্প**), **আখ্যানমঞ্জুরী**(১৮৬৩)
- তার হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গ রচনা– অতি অল্প হইল (**কস্যচিত উপযুক্ত ভাইপোস্য ছদ্মনামে**), আবার অতি অল্প হইল, ব্রজবিলাস (সব ১৮৭৩)
- তার রচিত ব্যাকরণের নাম ব্যাকরণ **কৌমুদী** (১৮৫৩)।
- তার রচিত **'প্রভাবতী সম্ভাষণ'** বাংলা ভাষার প্রথম **মৌলিক** রচনা ও প্রথম শোকগাঁথা।
- তিনি বিরামচিহ্নের প্রবর্তন করেন (১৫টি)।
- ঈশ্বরচন্দ্র সমাজসংস্কারে অনেক ভূমিকা রাখেন। তিনি শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বই রচনার পাশাপাশি বিভিন্ন যায়গায় ৫৬ টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যার মধ্যে ২০ টি মডেল বিদ্যালয় ও ৩৬ টি বালিকা বিদ্যালয়। বিধবা বিবাহ প্রচলনে নেতৃত্ব দেন এবং ১৮৫৫ সালে লিখেন 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। ফলে, ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনে পরিণত হয়।

বঙ্কিমচন্দ চট্টোপাধ্যায়: (২৬ শে জুন, ১৮৩৮– ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪)

বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহন করেন পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে।

- উপন্যাস: **দুর্গেশনন্দিনী**, **কপালকুন্ডলা**, **মৃণালিনী**, **বিষবৃক্ষ**, **কৃষ্ণকান্তের উইল**।
  [টেকনিক– বঙ্কিম, ***নন্দিনীর*** (১ম সার্থক উপন্যাস) ***কপালে*** (রোমান্টিক) *মৃণার* *বিষবৃক্ষ* ***উইল*** করে দিল।
  ১৮৬৫ ১৮৬৬ (+৩,১৮৬৯) (+৪, ১৮৭৩) (+৫=১৮৭৮)
- বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাস– **আনন্দমঠ** (১৮৮২), **দেবী চৌধুরাণী** (+২, ১৮৮৪), **সীতারাম** (+৩, ১৮৮৭)
- বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকার নাম **বঙ্গদর্শন** (১৮৭২)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত: (২৫ শে জানু, ১৮২৪– ৮ই এপ্রিল, ১৮৭৩)

বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী ও আধুনিক কবি মাইকেল জন্মগ্রহন করেন যশোর জেলার কৈশবপুর থানার সাগরদাঁড়ি গ্রামে।

- কাব্য: **তিলোত্তমাসম্ভব** (১৮৬০) – **অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্য। [তার প্রথম The Captive Lady(১৯৪৯)]**
  মেঘনাদবদ কাব্য (১৮৬১) – বাংলা সাহিত্যের **১ম সার্থক মহাকাব্য**। সংস্কৃত রামায়ণ অনুকরণে রচিত। **[অমিত্রাক্ষর ছন্দে]**
  বীরাঙ্গানা (১৮৬২) – বাংলা সাহিত্যের প্রথম **পত্রকাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে** রচিত। [**ব্রজাঙ্গানা** (১৮৬১)–**মিত্রাক্ষর ছন্দে**]
  চতুর্দশপদী কবিতাবলি – বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট।
  [টেকনিক– *তিমেবীচ*]
  [মেঘনাদবদের ৯টি সর্গ। টেকনিক– *মেঘনা, অভিষেকেই অস্ত্রের সমাগমে অশোকের উদ্যোগ বধ করিতে শক্তি পরিপূর্ণ করিয়া সক্রিয় হইল।]*= অভিষেক, অস্ত্রলাভ, সমাগম, অশোকবন, উদ্যোগ, বধ, শক্তিনির্ভেদ, প্রেতপুরী, সংস্ক্রিয়া]

- নাটক: শর্মিষ্ঠা (১৮৫৮) – বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক।
  পদ্মাবতী (১৮৬০) – বাংলা সাহিত্যের প্রথম কমেডি নাটক।
  কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) -- বাংলা সাহিত্যের প্রথম **ট্রাজেডি বা বিয়োগান্তক নাটক**। [তার শেষ ট্রাজেডি মায়াকানন (১৮৭৩)]
  [টেকনিক– ***মধু, শর্মি ও পদ্মাবতী কুমারীকে বধ করল মায়ার বিষে]***
  =শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, হেক্টর বধ, মায়াকানন, বিষ না ধনুর্গুণ]

- প্রহসন: **একেই কি বলে সভ্যতা** (১৮৫৯), **বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ** (১৮৫৯)

মীর মশাররফ হোসেন: (১৩ নভে, ১৮৪৭– ১৯ ডিসে, ১৯১১)

বাংলা সাহিত্যের প্রথম **মুসলিম উপন্যাসিক ও নাট্যকার** মীর মশাররফ হোসেন জন্মগ্রহন করেন কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার লাহিনীপাড়া গ্রামে।

[টেকনিক– জমিদার, বস, গাজী নই তবু
জীবনে আমার কুলসুমই চাই
বিষাদ রত্নে আমি উদাসীন আজ
এ বাঁধা পেরুবো, উপায় কী, ভাই?

জমিদার দর্পন, বসন্তকুমারী, গাজী মিয়ার বস্তানী নাটক (উপন্যাস)
আমার জীবনী, কুলসুম জীবনী – আত্মজীবনী
[illegible]
বিষাদ সিন্ধু, উদাসীন পথিকের মনের কথা → উপন্যাস
বাঁধা. এর উপায় কী?.ভাই ভাই এইতো চাই → প্রহসন

ব্যাখ্যা:

নাটক: **জমিদার দর্পন** (১৮৭৩)– **বসন্তকুমারী** (১৮৭৩) নকশাধর্মী উপন্যাস: **গাজী মিয়ার বস্তানী** (১৮৯৯)

নী: আমার জীবনী (১৯১০), কুলসুম জীবনী/ বিবি কুলসুম (১৯১০)
পন্যাস: **বিষাদ সিন্ধু** (১৮৯১), **রত্নাবতী** (১৮৬৯) [রত্নাবতী প্রথম উপন্যাস] **উদাসীন পথিকের মনের কথা**(১৮৯০) [আত্মজীবনীমূলক]
প্রহসন: **বাঁধা, এর উপায় কী, ভাই ভাই এইতো চাই।**

[কাহিনি সংক্ষেপ:

বিষাদ সিন্ধু: এই ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসটি ৩ খন্ডে রচিত। ১ম খন্ড– মহরম, ২য় খন্ড– উদ্ধার, ৩য় খন্ড– এজিদ বধ। **ইমাম হাসান ও হোসেনের সঙ্গে দামেস্ক অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদের বিরোধ, জয়নবের প্রতি এজিদের আসক্তি, ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা, কারবালা প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইমাম হোসেনকে নির্মমভাবে হত্যা ইত্যাদি এ উপন্যাসে উঠে এসেছে।**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: (৭মে, ১৮৬১– ৭ আগস্ট, ১৯৪১)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছদ্মনাম ভানুসিংহ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহন করেন।

উপন্যাস: **করুণা** – প্রথম উপন্যাস।
বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩) – প্রথম প্রকাশিত ও ঐতিহাসিক উপন্যাস।[চরিত্র– রাজা প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, বিভা, বসন্তরায়]
চোখের বালি(১৯০৩) – প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। [চরিত্র– মহেন্দ্র, বিনোদিনী, আশা, বিহারী]
চার অধ্যায় (১৯৩৪) – ব্রিটিশ কারাগারে বন্দীদের উদ্দ্যেশ্যে রচিত।[চরিত্র– ঈন্দ্রনাথ, মতিন, এলা]
গোরা (১৯১০) – রাজনৈতিক উপন্যাস। [চরিত্র– গোরা, বিনয়, পরেশবাবু, সবিতা]
শেষের কবিতা (১৯২৯) – রোমান্টিক কাব্যধর্মী উপন্যাস। [চরিত্র– অমিত, লাবণ্য, কেতকী, শোভনলাল]
[ফর ব্যাকআপ--**নৌকাডুবি (সামাজিক), দুই বোন (সামাজিক) চতুরঙ্গ, ঘরে–বাইরে, যোগাযোগ।**

মনস্তাত্ত্বিক [illegible] হাট থেকে চুপ [illegible] চোখের [illegible]
নৌকা থেকে ডুবে [illegible]

কাব্য: **কবি কাহিনি** (১৮৭৮) – প্রথম কাব্য
বনফুল (১৮৭৮) – দ্বিতীয় কাব্য
পূরবী (১৯২৫) – আর্জেন্টিনার মহিলা কবি (বিজয়া) ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে উৎসর্গ করেন]
[ফর ব্যাকআপ–কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, গীতাঞ্জলি (১৯১০), **শেষ লেখা (১৯৪১–সর্বশেষ কাব্য)]**
[নোট– গীতাঞ্জলি ও আরও কয়েকটি কবিতা মিলিয়ে The Song Offerings নামে W.B. Yeats ১৯১২ সালে ইংল্যান্ডে এটি প্রকাশ করেন। এজন্য ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।]

নাটক: **বাল্মিকী প্রতিভা**(১৮৮১) –প্রথম নাটক
বসন্ত (১৯২৩) – এই গীতিনাট্যটি তিনি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন।
তাসের দেশ (১৯৩৩) – এ নৃত্যানাট্যটি তিনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন ।
কালের যাত্রা – এ নাটকটি তিনি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন।
[ফর ব্যাকআপ: **প্রহসন= বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা, গোড়ায় গলদ।**
গীতিনাট্য= বসন্ত, কালমৃগয়া,
কাব্যনাট্য: চিত্রাঙ্গদা, মালিনী, প্রকৃতির প্রতিশোধ,
সাংকেতিক নাটক= ডাকঘর, তাসের দেশ, রাজা।]

ছোটগল্প: প্রথম গল্প ভিখারিনী(১৮৭৪) ও সর্বশেষ গল্প ল্যাবরেটরি। এছাড়া–
প্রেমের গল্প – শেষের রাত্রি, মাল্যদান, নষ্টনীড়, প্রাশ্চিত্ত।
অতি প্রাকৃত গল্প – ক্ষুদিত পাষাণ, নিশীথে, কঙ্কাল, গুপ্তধন।
সামাজিক – দেনাপাওনা (নিরূপমা) , হৈমন্তী, ছুটি (ফটিক), পোস্টমাস্টার (রতন) , কাবুলিওয়ালা (মিনি)।
প্রকৃতি ও মানব –শুভা (শুভাষিণী), অতিথি (অন্নপূর্ণা), আপদ

প্রবন্ধ– আধুনিক সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, লোক সাহিত্য (সব ১৯০৭)

পত্রিকা: সাধনা (১৮৯৪), ভারতী(১৮৯৮), বঙ্গদর্শন (১৯০১),তত্ত্ববোধিনী (অক্ষয়কুমারের পর)(১৯১১)

দীনবন্ধু মিত্র: (১৮৩০--১৮৭৩)

ভারত সরকার কর্তৃক 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত লেখক দীনবন্ধু মিত্র নদীয়ার চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।

নাটক: নীল দর্পন (১৮৬০), নবীন পতস্বিনী, লীলাবতী, কমলে যামিনী।

প্রহসন: সধবার একাদশী (১৮৬৬), বিয়ে পাগলা বুড়ো(১৮৬৬), জামাই বারিক (১৮৭২)

[কাহিনি সংক্ষেপ:

নীল দর্পন– এ নাটকের মাধ্যমে দীনবন্ধু মিত্র ইংরেজ নীলকরদের বীভৎস অত্যাচারের নির্মম কাহিনি তুলে ধরেছিলেন। এ নাটকে বাস্তব চিত্র রুপায়ণের ফলে নীলকরদের অত্যাচরের বিরুদ্ধে দেশব্যাপি নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এর সাহিত্যমূল্য অপেক্ষা সামাজিক মূল্যই বেশি]

সধবার একাদশী: এ নাটকে ঊনবিংশ শতাব্দির ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবকদের (ইয়ং বেঙ্গল) মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি তাদের জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তা তুলে ধরেছেন।]

কাজী নজরুল ইসলাম: (২৪মে, ১৮৯৯–২৯আগস্ট, ১৯৭৬)

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা বাউন্ডেলের আত্মকাহিনি ।

কাব্য: –অগ্নিবীণা (১৯২২–এর ১ম কবিতা প্রলয়োল্লাস), দোলনচাঁপা, বিষের বাঁশি, সাম্যবাদী।

উপন্যাস: –বাঁধন হারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা।

গল্পগ্রন্থ: –ব্যাথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন, শিউলিমালা

নাটক: –ঝিলিমিলি (১৯৩০), আলেয়া, মধুমালা

প্রবন্ধ: –যুগবাণী (১৯২২), রাজবন্দীর জবানবন্দী, ধুমকেতু।

- ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক যেসব গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়– বিষের বাঁশি, ভাঙ্গার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু, যুগবাণী।
- আনন্দময়ীর আগমনে (১৯২২) ও বিদ্রোহীর কৈফিয়ত কবিতার জন্য ১ বছর এবং প্রলয় শিখার (১৯৩০) জন্য ৬ মাস কারাবরণ করেন।

বেগম রোকেয়া:

- মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার কয়েকটি গ্রন্থ হল মতিচুর (১৯০৪), অবরোধবাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন।
- তিনি আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

জসীম উদ্দিন:

- পল্লীকবি জসিম উদ্দিনের কাব্যগ্রন্থ: রাখালী (১৯২৭), নকশী কাঁথার মাঠ (চরিত্র রুপাই ও সাজু) (ইংরেজি অনুবাদ-**The field of ambroidered quilt –E.M.Milford**), বালুচর, ধানক্ষেত, মাটির কান্না।
- তার উপন্যাস বোবা কাহিনি (১৯৬৪)

ফররুখ আহমদ:

- তার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হল: সাত সাগরের মাঝি(১৯৪৪), সীরাজাম মুনীরা, নৌফেল ও হাতেম। হাতেমতায়ী (১ম)
  (কাব্যনাট্য) (কাহিনিকাব্য)
  সনেট: মুহূর্তের কবিতা

কায়কোবাদ:

- বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা। কাব্য: মহাশ্মশান (পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে), অশ্রুমালা। (গীতিকাব্য)
- তার উপাধি কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যরত্ন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস:

- এই কথাসাহিত্যিকের কয়েকটি উপন্যাস হল– চিলেকোঠার সেপাই (১৯৭৬– ৬৯ এর গণঅভ্যূত্থান নিয়ে), খোয়াবনামা।
- গল্প: অন্য ঘরে অন্য স্বর, দোযখের ওম, দুধভাতে উৎপাত।

আবু ইসহাক:

- তার উপন্যাস 'সূর্য দীঘল বাড়ি' (১৯৫৫), পদ্মার পলিদ্বীপ, জাল।
- গল্প: হারেম (১৯৬২), মহাপতঙ্গ (১৯৬৩)।

আল মাহমুদ:

- তার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ– লোক লোকান্তর, কালের কলস, সোনালী কাবিন (১৯৭৩–সবচেয়ে বিখ্যাত), বখতিয়ারের ঘোড়া।

আলাউদ্দিন আল আজাদ:

- তার কয়েকটি উপন্যাস– তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০), কর্ণফুলী, ক্যাম্পাস।
- নাটক– মায়াবী প্রহর, নি:শব্দ যাত্রা, হিজল কাঠের নৌকা

আহমদ শরীফ:

- তার কয়েকটি প্রবন্ধ– বিচিত চিন্তা (১৯৬৮), স্বদেশ অন্বেষা, কালিক ভাবনা।

আহসান হাবীব:

- তার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ– রাত্রিশেষ (১৯৪৭), ছায়াহরিণ, সারাদুপুর, আশায় বসতি, মেঘ বলে চৈত্রে যাব।
- উপন্যাস– অরণ্যে নীলিমা (১৯৬২), জাফরানী রং পায়রা, রাণী খালের সাঁকো।

আজিজুল হক:

- তার কয়েকটি উপন্যাস– বৃত্তায়ন, শিউলি, আগুনপাখি।

জহির রায়হান:

- তার কয়েকটি উপন্যাস– হাজার বছর ধরে (১৯৬৪), আরেক ফাল্গুন, বরফ গলা নদী।

জীবনানন্দ দাশ:

- তার কাব্যগ্রন্থ– ধূসর পান্ডুলিপি, ঝরাপালক, বনলতা সেন, বেলা অবেলা কালবেলা, রুপসী বাংলা, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির।

জাহানারা ইমাম:

- তার গ্রন্থ– একাত্তরের দিনগুলি (বিখ্যাত– স্মৃতিচারণমূলক), সাতটি তারার ঝিকিমিকি, প্রবাসের দিনগুলি ।

মানিক বন্দোপাধ্যায়:

- তার উপন্যাস– জননী (১৯৩৫), পদ্মা নদীর মাঝি, দিবারাত্রির ~~স্বপ্ন~~ কাব্য, পুতুল নাচের ইতিকথা। গল্পগ্রন্থ: প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, বৌ, ফেরিওয়ালা.

মুনীর চৌধুরী:

- তার নাটক– রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), চিঠি, কবর।

শওকত উসমান:

- তার উপন্যাস– বনি আদম, জননী, ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), মুক্তিযুদ্ধ= দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য, জাহান্নাম হইতে বিদায়, জলাঙ্গি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়:

- তার উপন্যাস– শ্রীকান্ত (১৯১৭), গৃহদাহ (মহিমের বন্ধু সুরেশের সাথে মহিমের স্ত্রীর প্রেম), পল্লী সমাজ, দেবদাস, দেনাপাওনা, শেষের পরিচয়।
- তার একটি বিখ্যাত ছোটগল্প– মহেশ (আমেনা, গফুর, তর্করত্ন) ,, বিলাসী, মেজদিদি, বড়দিদি

শামসুর রাহমান:

- তার কাব্যগ্রন্থ– প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০), রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, বন্দী শিবির থেকে (মজলুম আদিব কবি ছদ্মনামে)
  ৩. উপন্যাস: অক্টোপাস

* শহীদুল্লাহ কায়সার: সারেং বৌ, সংশপ্তক

সাহিত্য-সাময়িকী

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ:

- তার উপন্যাস– লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবশ্যা, কাঁদো নদী কাঁদো।
- ছোটগল্প– নয়নচারা, দুইতীর, গল্পসমগ্র।
- নাটক– বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ, সুড়ঙ্গ।

সৈয়দ মুজতবা আলী:

- তার কয়েকটি গ্রন্থ– পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনী, দেশে–বিদেশে, শবনম।

সৈয়দ

হাসান আলী আহসান:

- তার কাব্যগ্রন্থ: একক সন্ধ্যায় বসন্ত, সহসা সচকিত, অনেক আকাশ। [তিনি গ্রীক ট্রাজেডি ইপিডাস বাংলায় অনুবাদ করেন।]

সৈয়দ শামসুল হক:

- তার মুক্তিযুন্ধভিত্তিক নাটক পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। এটি কাব্যনাট্য। আরেকটি কাব্যনাট্য ঃ নূরলদীনের সারা জীবন
উপন্যাস: সীমানা ছাড়িয়ে, নীল দংশন, খেলারাম খেলে যা।

সত্যেন সেন:

- তার তিনটি উপন্যাস– রুন্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ, সাত নাম্বার ওয়ার্ড, অভিশপ্ত নগরী।

হাসান হাফিজুর রহমান:

- তার সম্পাদনা– একুশে ফেব্রুয়ারী, স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র (১৬ খন্ডে)

হুমায়ুন আহমেদ:

- নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস– নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, এইসব দিনরাত্রি, দেয়াল(রাজনৈতিক), মুক্তিযুন্ধভিত্তিক উপন্যাস= জোছনা ও জননীর গল্প , আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া। নির্বাসন

রশিদ করিম:

- তার চারটি উপন্যাস– উত্তম পুরুষ, প্রসন্ন প্রাষাণ, আমার যত গ্লানি, প্রেম একটি লাল গোলাপ।

পত্রিকা:

বেঙ্গাল গেজেট –প্রথম পত্রিকা যা ইংরেজী ভাষায় ছাপা হয়।
দিগদর্শন – ক্লার্ক ম্যাশম্যান –প্রথম বাংলা সাময়িকী।
সমাচার দর্পন –উইলিয়াম কেরি।প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।
সংবাদ প্রভাকর –ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (যুগসন্ধিক্ষণের কবি)– প্রথম বাংলা দৈনিক।
সমাচার সভারাজেন্দ্র –শেখ আলীমুল্লাহ।প্রথম মুসলিম সম্পাদক সম্পাদিত পত্রিকা।
তত্ত্ববোধীনি – অক্ষয়কুমার দত্ত।
বঙ্গাদর্শন – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
মোসলেম ভারত – মোজাম্মেল হক।
সবুজপত্র – প্রমথ চৌধুরী । (চলিত গদ্যরীতির জনক)
কল্লোল – দীনেশরঞ্জন দাস
শিখা – আবুল ফজল।(মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা)
মাসিক মোহাম্মদী → মাওলানা মো. আকরম খাঁ
সওগাত — মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন
সাপ্তাহিক বেগম – নূরজাহান বেগম
সমকাল — সিকান্দার আবু জাফর